



লেকচার ১ : সালাতের পরিচয়
ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা।

ফিকহুস সালাত

(সালাতের মাসআলা- মাসায়েল)

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: মুরতি মোল্লা আব্দুল মুমিন।

শিক্ষক, ডামিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।

লেকচার ১ : সালাতের পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

১. সালাতের পরিচয় :

শাব্দিক অর্থ : দোয়া।

ইসলামি পরিভাষায় : বিশেষ কিছু দোয়া ও কেরাত এবং বিশেষ কাজ মিলে গঠিত ইবাদতের নাম সালাত, যা শুরু করা হয় তাকবির দিয়ে আর শেষ হয় সালাম দিয়ে।

২. সালাতের গুরুত্ব :

ইসলাম ধর্মে ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সালাত।

- সালাত ইসলামের পাঁচটি খুটির একটি। হাদিসে এসেছে :

بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلاً.
(متفق عليه).

অর্থাৎ : ইসলামকে পাঁচটি স্তম্ভের উপর বানানো হয়েছে : (১) আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহ পাকের রাসূল এ সাক্ষ্য দেওয়া। (২) সালাত কয়েম করা। (৩) যাকাত দেওয়া। (৪) রমযানের সিয়াম রাখা। (৫) সক্ষমতা থাকলে হজ্জ করা। —সহিহ বুখারি ও মুসলিম

সর্ব প্রথম ওয়াজিবকৃত ইবাদত। যা ইসরা ও মেরাজের রজনীতে আল্লাহ পাক রাসূল সা. কে দিয়েছেন। বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে এসেছে : মেরাজের রজনীতে প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছিলো। এরপর কয়েক ধাপে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত করা হয়েছে এবং সবশেষে

আল্লাহ পাক বলেছেন, বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেই ৫০ ওয়াক্ত সালাতের ছাওয়াব পাবে। —সহিহ বুখারি, মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে তিরমিযী ও অন্যান্য

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসেব হবে সালাতের। হাদিসে আছে :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. (الطبراني)

অর্থাৎ : রাসূল সা. বলেছেন, কিয়ামত দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসেব হবে সালাতের। যদি সালাত ঠিক হয়ে যায়, তার সকল আমল ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি সালাত নষ্ট হয়, তাহলে সকল আমল নষ্ট হবে। —তাবারানী

রাসূল সা. এর সর্বশেষ ওসিয়ত। বর্ণিত আছে :

كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة اتفقوا فيما (أبو داود) ملكت أيمانكم.

অর্থাৎ : রাসূল সা. এর সর্বশেষ কথা ছিলো : সালাত, সালাত এবং তোমাদের কৃতদাসদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো'। —সুনানে আবু দাউদ

ধর্মীয় বিষয়াবলির মধ্যে সবশেষে হারাবে সালাত, যেমন মানুষের সবশেষে হার্ট। হাদিসে আছে :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة،
فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم،
وآخرهن الصلاة. (ابن حبان)

(অর্থাৎ: রাসূল সা. বলেছেন ‘ইসলামের রশিগুলো একে একে ছিড়বে। যখনই একটি রশি ছিড়বে, মানুষ পরবর্তীটা ধরবে। সর্বপ্রথম ছিড়বে ইসলামী শাসন। আর সর্বশেষে ছিড়বে সালাত।’) — সহিহ ইবনে হিব্বান

সুস্থ ও অসুস্থ সবার উপরই সালাত ফরয। অসুস্থ ব্যক্তির সালাত সংক্রান্ত আলোচনা সামনে আসবে ইন শা আল্লাহ।

বাসা বাড়িতে থাকাবস্থায় এবং ভ্রমণে থাকা অবস্থায় উভয় অবস্থায় নামায ফরয। ভ্রমণে থাকাবস্থায় সালাত কেমন হবে সে বিষয়ে আলোচনা সামনে আসবে।

৩। সালাতের বিধান:

প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞান বিশিষ্ট সকল নর নারীর উপর সালাত ফরযে আইন। এ ক্ষেত্রে সুস্থ ও অসুস্থ এবং মুকিম ও মুসাফির সবাই সমান। আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

অর্থাৎ : নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের উপর ফরয।

—নিসা : ১০৩

নোট : অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর সালাত যদিও ওয়াবিজ নয়, তারপরও অভিভাবকদের উচিত সাত বছর বয়স থেকে তাদেরকে সালাতের আদেশ করা। এবং দশ বছর বয়স হলে, সালাত ছাড়লে প্রহার করা। যেনো তারা সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়।

৪। ফরয সালাত বর্জনের পরিণাম :

যদি কেউ সালাত অস্বীকার করে বর্জন করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। হাদিসে আছে :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة.
(أحمد)

অর্থাৎ : রাসূল সা. বলেছেন ‘ব্যক্তি ও কুফরের মধ্যে অন্তরায় হলো (অস্বীকার করে) সালাত বর্জন করা।’ —মুসনাদে আহমাদ

আর যদি কেউ সালাত ফরয হওয়ার বিশ্বাস রেখে, অলসতা বা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সালাত বর্জন করে তাহলে সে ফাসেক বলে গণ্য হবে।

সালাত বর্জনকারীর জীবন সংকীর্ণ হবে এবং খারাপাবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করবে। কোরআনে আছে :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
أَعْمَى

অর্থ: যারা আমার স্মরণ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে তাদের জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন এবং আমি তাদেরকে কিয়ামত দিবসে অন্ধ করে তুলবো।

— ত্বা-হা : ১২৪

৫। সালাতের কিছু উপকার :

সঠিক সালাত মুসল্লিকে ফাহেশা ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّ لِّلصَّلَاةِ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থাৎ: নিশ্চয় সালাত ফাহেশা ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

—সূরা আনকাবুত : ৪৫

নিয়মিত সালাত আদায়কারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশ করানোর আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদা রয়েছে। হাদিসে আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء بهن، لم يضيع منهن شيئاً
استخفافاً بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. (أبو داود،
النسائي، ابن ماجه، مالك)

অর্থাৎ : যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকঠাকভাবে আদায় করবে, হালকা মনে করে বর্জন করেনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। —আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী ও অন্যান্য।

সালাত ব্যক্তির জন্য নূর, যার দ্বারা তার দুনিয়া ও আখেরাত আলোকিত হবে। হাদিসে আছে:

الصلاة نور... (مسلم)

অর্থ: সালাত নূর। —মুসলিম

সালাত অন্তরের প্রশান্তি। হাদিসে আছে :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال، فأرحنا بالصلاة.
(أبو داؤد)

অর্থাৎ : রাসূল সা. বেলাল রা. কে বলতেন, উঠো বেলাল। আযান ও ইকামতের মাধ্যমে সালাতের দ্বারা আমাদের অন্তর প্রশান্ত করো।

—আবু দাউদ

তাছাড়া (চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য অনুযায়ী) সালাতের দ্বারা শারিরিক উপকারও হয়।